টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

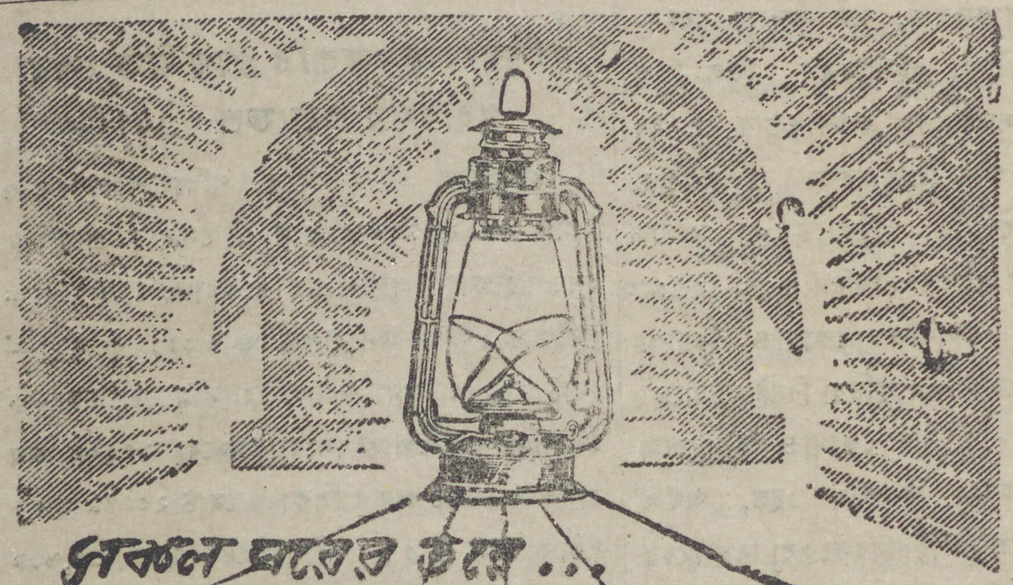

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিণ্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 30th Dec. 1970 | ৩১শ সংখ্যা

দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

আবশ্যক

প্রস্তাবিত জরুর মডেল জুনিয়র হাই স্কুলের জন্য প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক চারিজন মধ্যে অন্ততঃ একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, একজন বি-এ সংস্কৃত হওয়া চাই-ই; একজন H. S. পাশ করণিক ও একজন কম পক্ষে ৮ম শ্রেণী পাশ পিয়ন আবশ্যক। ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭১ মধ্যে সেক্রেটারী বরাবর দরখাস্ত করিতে হইবে। পোঃ জরুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
...নের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

চাই না আমার জমি-জমা
বাড়ী, অন্ন বস্ত্রটা।
সভ্য দেশের সভ্য চিহ্ন
মানুষ মারা অস্ত্রটা।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ অতঃ কিম্ ? ॥

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাবর্ষ ডিসেম্বর মাস শেষ হইবার সঙ্গে সমাপ্তি ঘোষণা করিবে। বাৎসরিক পরীক্ষা যথারীতি গ্রহণ করিয়া শিক্ষকমহাশয়গণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের মূল্যায়ন করেন। নূতন শিক্ষাবর্ষ আরম্ভে কেহ বা হাসিমুখে আর কেহ বা ম্লানমুখে বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করিবে। আবার একটি বৎসরের কর্মভার মাথায় লইয়া, দিনযাপনের গ্লানি লইয়া শিক্ষার্থীদিগকে নূতনভাবে পড়াশুনা করিতে হইবে। যাহারা রূপার চামচা মুখে লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহারা ব্যক্তিগত শিক্ষকের নিকট হইতে বিশেষ কোচিং পাইবে। আর যাহারা সংসারের নানা জ্বালায় ভুগিতে অভ্যস্ত, তাহাদিগকে বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য আজ বিভিন্ন তাগিদে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার মা-বাবাকেও আপন সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে 'বিশেষ খরচা' বহন করিতে হইতেছে। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বেকারত্বের অন্ধকারে সব দিশাহারা। পশ্চাতে ফেলা আসা দিনগুলিতে যে সব রঙীন স্বপ্ন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পথের একটা আবছায়ার মধ্যে রোমাঞ্চ আনিত, কার্যকালে তাহা মরীচিকাময় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

যাহা হউক, তথাপি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা মহাবিদ্যালয়গত শিক্ষা সন্তানকে দিতে হইবে—এই লক্ষ্য মা-বাবা রাখেন। কারণ ছেলেদের মানুষ করার দায়িত্ব তাঁহাদের পালন করিতেই হইবে। ১৯৭০ এর শিক্ষাবর্ষ এক বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে নাই। আমরা কলেজ-স্তরের বহু গণ্ডগোল হাঙ্গামার কথা জানি। তবে এই বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিও হাঙ্গামার স্থল হইয়াছে দেখিলাম। কত বিদ্যালয় পুড়িল; কত পরীক্ষা ভণ্ডুল হইল, তাহার হিসাব করিতে গেলে অঙ্কটা ভাল রকমই হয়। অবশ্য সরকারী ফরমান—পরীক্ষা যেমনভাবেই হউক, লইতে হইবে—এই দাপটে বেচারা শিক্ষককুল সরকারী অনুদান পাইবেন না ভয়ে গাছতলায়, বনে বাদাড়ে যেমন-ভাবে পারেন পরীক্ষা লইয়াছেন। তিল তিল করিয়া সঞ্চিত সাধারণের করুণাধারায় যে সব বিদ্যালয়ের অতি ক্ষীণ প্রাণপ্রবাহ চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে যেগুলি পুড়িয়াছে বা বোমায় ভাঙ্গিয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিবে। কোথাও কোথাও বিদ্যালয় অফিসগৃহে রক্ষিত রেকর্ডপত্র পুড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে। তবে এ কথা ঠিক যে, যদি কোথাও হিসাবপত্রে কোন গলদ থাকিবার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ 'রক্তচোষা বাদুড়'-শ্রেণীর হিসাবরক্ষকেরা বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডার স্বসম্পত্তি বিভ্রমে কিছুটা আত্মসাৎ করিয়া রাখেন, পাবক তাহা পরিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

পরীক্ষা যে সব বিদ্যালয়ে আজিও হয় নাই তাহার ব্যবস্থা সরকার কীভাবে করিবেন, আমাদের জানা নাই। তবে ইহা জানি যে, স্থানবিশেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হুমকীর ফলে বেচারা শিক্ষক-কুলকে ঘরসংসার বুঝাইয়া দিয়া প্রতিদিন পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। প্রাণ যাক আর থাক, হুকুম তামিল করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী দৃষ্টি খানিকটা অরুচিকর। শিক্ষকদের দাবীদাওয়ার প্রতি তাঁহাদের মনোভাব বক্রকুটিল। তাই দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বহু গলদ। এমতাবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিহ্ন হইতে থাকিলে কিংবা শুধু নাড়ীর টিপ টিপ চলিতে থাকিলে বাঙ্গালীর শিক্ষিতের হার দ্রুত নামিয়া যাইতে বাধ্য। বাংলা ও বাঙ্গালী দিনের দিন যত সমস্যায় জড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার দরুণ শিক্ষা-সংহারের ব্যবস্থায় আর একটা দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতে বাধ্য।

মহকুমা স্পোর্টস

জঙ্গিপুর মহকুমায় বহুদিন হইতে বড় আকারে 'স্পোর্টস' অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে এবার ২৬শে জানুয়ারী জঙ্গিপুরের পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টসের আয়োজন করা হইতেছে। উদ্যোক্তাগণ এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল—১৯৭০

বর্তমানের এই অশান্ত পরিবেশের মধ্যেও বিগত ২৭।১২।১৯৭০ তারিখে এই জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় ১৫৮৫৪ জন বালক ও ৮৩৫১ বালিকা—মোট ২৪২০৫ জন পরীক্ষার্থীর নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। প্রোক্ত সংখ্যার মধ্যে ১৫৪০৫ জন বালক ও ৮১৪৪ জন বালিকা (মোট ২৩৫৪৯ জন) পরীক্ষা দান করে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১১,৬১৯ জন বালক ও ৬,৪৩৭ জন বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণের হার শতকরা ৭৬·৬৭ বালকগণের পাশের হার ৪৯·৩৩, বালিকাগণের পাশের হার ২৭·৩৪, পরীক্ষার্থী বালক ও বালিকাদের মধ্যে যথাক্রমে—প্রথম বিভাগে ২৯৯৬ ও ১৮০৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪,৪৬৫ ও ২৫২১ জন এবং 'পাশ' বিভাগে ৪১৫৮ ও ২,১১২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ফলাফল মুদ্রিত করিয়া প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যায়তনে ও পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে। জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকেও এই পরীক্ষার মুদ্রিত ফলাফল (সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের) ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে। পূর্বে এইভাবে কখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় নাই। এই প্রকারে ফল প্রকাশের জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ ধন্যবাদের যোগ্য।

সফল কর্মবিরতি

প্রাথমিক শিক্ষকদের পে-কমিশনের রায় কার্য্যকরী করা, সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন, অষ্টম শ্রেণী শিক্ষা অবৈতনিক করা, ধৃত নেতাদের মুক্তি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাজানো মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, অবিলম্বে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন করে জনপ্রিয় সরকার গঠন করে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান, সি, আর, পি প্রত্যাহার প্রভৃতি ৩৬ দফা দাবীর প্রতি সরকারী উপেক্ষার প্রতিবাদে গত ৫—১১ই ডিসেম্বর '৭০ প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন ও ১১ই ডিসেম্বর '৭০ প্রতীক কর্মবিরতি অভূতপূর্বভাবে সফল হয়েছে। নবগ্রাম, রাণীনগর, বহরমপুর ও কান্দী শহর, নওদা, ফরাক্কা প্রভৃতি থানায় ৯০% থেকে ৯৯% স্কুলে কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। বিভেদ পন্থীদের ধর্মঘট ভাঙার জন্য প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও নানারূপ ভীতি প্রচার সত্ত্বেও এই সাফল্য বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। কান্দী শহরে বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতির নেতা অসিত মুখার্জী পূর্বেই আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরী করেন এবং পুলিশের সাহায্যে স্কুলে ঢোকেন। অপর এক 'বঙ্গীয়' নেতা নির্মল অধিকারী আমাদের স্বেচ্ছাসেবককে লাথি দিয়ে সরিয়ে স্কুলে ঢোকেন। কর্মবিরতির অভূতপুর্ব সাফল্যে শিক্ষকরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই জেলাই ৮০% স্কুলে কর্মবিরতি পালিত হয়েছে।

প্রতিবাদ সপ্তাহে প্রায় ৫০০০ শিক্ষক প্রতিবাদ ব্যাজ ধারণ করেন। প্রতি থানার প্রতি অঞ্চলে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক সভা, কেন্দ্রীয় সভাযুক্ত কনভেনসন হয়েছে। পথসভা, পোষ্টারিং ও কেন্দ্রীয় মিছিলের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার করা হয়। কর্মবিরতির দিনে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে বিভিন্ন গণসংগঠন শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। কর্মবিরতির শেষে জেলার সকল থানা ও শহরে কেন্দ্রীয় মিছিল করে প্রতিবাদ সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। এই আন্দোলনের কর্মসূচীর সফলতা শিক্ষক আন্দোলনে সংগ্রামী দৃঢ়তা ও ঐক্য এনেছে।

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে বহু বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'দুর্নীতি' শিরোনামা দিয়ে একটি রম্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সেই অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। —সম্পাদক

এই শব্দটি শুনিলেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠেন দুর্নীতি! দুর্নীতি!! দুর্নীতি!!! বলা এক ফ্যাসান হয়েছে আজকাল। ঠিক যুধিষ্ঠিরের পাশে ভীমের এই উক্তি শোভনীয়।

ভারতের অর্থমন্ত্রী চাগলা কমিশন তদন্ত করিতে করিতে কাজে ইস্তফা দিয়া ভাগিয়া গেলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকট কিরূপ সম্মান পাইয়া রাজকীয় বিমানে স্বগৃহ গমন করিলেন।

প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন দুর্নীতি ধর-পাকড় করলে অনেক মন্ত্রী বিপন্ন হয়ে উঠবে। যিনি যত বড়ই হউন না নীতি ছাড়া খুব কঠিন। নীতির আর একটি প্রতিশব্দ **"নয়"**

নয় (৯) যত গুণ করুন তার **নয়** (৯) লোপ হবে না।

অঙ্ক কষিয়া দেখুন ৯ সংখ্যা অপরিবর্ত্তনীয়।

৯×২=১৮ আঠার ১+৮=৯
৯×৩=২৭ ২+৭=৯
৯×৪=৩৬ ৩+৬=৯
৯×৫=৪৫ ৪+৫=৯

এই ভাবে দেখুন নয় অর্থনীতি লোকের নীতি (৯) এমন মজ্জাগত যে অঙ্ক শাস্ত্রও তার প্রমাণ দিচ্ছে। তদন্ত হইলে ক্ষতি হয় না। দুর্নীতিপরায়ণ লোক যখন তদন্তের সম্মুখীন হইতে ভয় করে তখন বুঝা যায় এঁর Sinking Sinking drinking water বেরিয়ে যাবে। শেখ আবদুল্লা নেহেরুজীর (তখন উনিশ বৎসরের) বন্ধু বলিয়া শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু তদন্ত হয় নাই। শেষে নেহেরুজী তাঁর বন্ধু কেমন বুঝিলেন।

চন্দন কখন ঘর্ষণ করাকে ভয় করে না। তাকে যত ঘষবে সুগন্ধই বাহির হবে। তদন্তকে বাধা যিনি দিবেন তাঁহার সুগন্ধ নাই জানিবে।

"চন্দন কো ঘিঁষনেসে
দেত্ রহে সুবাস।"

কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাপ্রয়াণে

(সু—মো—দে)

ভাবুক সাধক হে কবি কুমুদ
বাণীর পূজারী কৃতী মহাপ্রাণ,
বঙ্গ কাব্য কুঞ্জে তুমি হে
বৈষ্ণব কবি সুকীর্ত্তিমান।
অপূর্ব্ব তোমার মধুর রচনা
পড়ে অভিভূত খুশি উন্মনা,
বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার হৃদে
সদা স্মরণীয় তুমি কবিবর ;
'শতদল' 'বীথি' 'উজানি' 'অজয়'
রাখিবে তোমারে করিয়া অমর ॥
'স্বর্ণসন্ধ্যা' 'নূপুর' 'তূণীর'
'বনতুলসী'ও রাখিবে স্মরণে,
মুগ্ধ সকলে ভাষা লাবণ্যে
ভাব মাধুর্য্যে শব্দ চয়নে।
বাংলা দেশের সাহিত্যাকাশে
তব কবিত্ব প্রতিভা বিকাশে,
আপ্লুত সবে অন্তর মনে
কাব্য রসের সুষমাধারায় ;
নাহি তব লয় তুমি অক্ষয়
ভক্তি প্রণতি সু-মো-দে জানাই।

জনসঙ্ঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৫ হ'তে ২৭শে ডিসেম্বর বহরমপুর শহরে পশ্চিমবাংলা জনসঙ্ঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে ডিসেম্বর সকালে শ্যামাপ্রসাদ নগরে পতাকা উত্তোলন করেন আচার্য্য দেবপ্রসাদ ঘোষ। ঐ দিন কার্য্যকরী সমিতির সভা ও পরদিন প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে ডিসেম্বর জনসঙ্ঘের নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ একটি মিছিল শহর পরিক্রমা ক'রে প্রদর্শনী ময়দানে শেষ হয়। সেখানে প্রকাশ্য অধি[illegible]নে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক হরিপদ ভা[illegible] বলেন—আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ অস্থিরতায় ভুগছে, সারা দেশে আজ শুধু হানাহানি, খুন, হত্যা চলছে। এর মূলে শুধু একটি দলকেই

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল"।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

দায়ী করা উচিত নয় অন্যান্য দলও এর জন্য দায়ী। বাংলা দেশের সমস্যাকে সর্ব্বভারতীয় চিন্তা বলে মনে করতে হবে কারণ বাংলা বাঁচলে তবেই ভারতবর্ষ বাঁচবে। অধিবেশনে প্রধান অতিথি জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীসেজওয়ালকর, মেয়র গোয়ালিয়র ভাষণ দেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, তারা স্বেচ্ছাচারিতার পক্ষ নিয়েছেন!

বড়দিন

খ্রীষ্টমাস—প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। বেথলেহামের আস্তাবলে সেই আবির্ভাবের স্মরণে ২৫শে ডিসেম্বর সারা বিশ্বে পরমোৎসব। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের খ্রীষ্টমাস কলিকাতার সকল নাগরিকের বড়দিন। এই 'বড়দিন' কলিকাতার নিজস্ব। এইদিনে উপাসনা আছে। তাহার সঙ্গে খানাপিনা, পিক্‌নিক, ভ্রমণ ইত্যাদি। দোকানে বাজারে বিশেষতঃ নিউ মার্কেটে এখন লোকারণ্য। পথে শীতের ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই খ্রীষ্টভক্ত নরনারী আনন্দোৎসবে মেতে উঠেছে। আর এই বড়দিনের ছুটি উপভোগের জন্য ভ্রমণবিলাসী চিত্তামোদী উৎসুকপ্রাণ ছুটেছে নানা স্মৃতিবিজড়িত দর্শনীয় স্থানে। কেহ ঐতিহাসিক কাহিনী ঘেরা মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী, কাটরা মসজিদ, খোসবাগ, মতিঝিলে কিম্বা পলাশীর আমবাগানহীন বিগত রণক্ষেত্রে।

গোয়ালে আগুন

দিন কয়েক পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ 'ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন' এর প্রবীণ কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের গোয়াল ঘরে কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করে। উহার ফলে একটা গাভী ও একটি বাছুর সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। এই প্রকার হীনকার্য্য খুব নিন্দনীয়।

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন

পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।